শালবনিতে পলিহাব গড়ার প্রস্তাব দিল জিন্দাল গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিমেন্টের পর কৃষিতে বিনিয়োগ জিন্দাল গোষ্ঠীর। শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠী এবার পলিহাব গড়বে। ইতিমধ্যে তারা রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সচিব পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মূলত ২০০৮-এর শালবনিতে স্টিল প্ল্যান্ট গড়ার জন্য ৪৩০০ একর জমি নিয়েছিল জিন্দালরা। ওই পরিমাণ জমির সিংহভাগ রাজ্য সরকারের। বাকি ১০০ একর জমি ছিল কৃষকদের। জিন্দালরা কৃষকদের থেকে জমি কিনে নিয়েছিল।

প্রসঙ্গত শালবনি স্টিল প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল বাম আমলে। তারপর থেকে একটুও কাজ এগোয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ওই প্রকল্প স্থগিত করে দেয় জিন্দালরা। কাঁচা মালের অভাব দেখিয়ে প্রকল্প স্থগিত করা হয়। প্রথমে ঠিক ছিল স্টিল প্ল্যান্টের জন্য ৩৫ হাজার কোটি বিনিয়োগ হবে। প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়তেই মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার জন্য উদ্যোগ হন। জিন্দাল গোষ্ঠী কৃষকদের ১০০ একর জমি ফেরত দিয়ে ১৩৪ একর জমিতে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করে। বাকি জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। সেই জমিতে কৃষিখামার, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বীজ খামার, জৈব চাষ-সহ নানা উদ্যোগ নিতে চলেছে জিন্দাল গোষ্ঠী। এছাড়া শ্যাম স্টিল বারাসতে ১০০ এর জমিতে এই ধরনের কৃষিখামার জাতীয় পলি হাব গড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ভিনরাজ্যে থাকলেও এ রাজ্যে তেমন সাড়া ছিল না। এবার কৃষিতে বেসরকারি উদ্যোগের সাড়া পাওয়া গেল। বেশ কিছুদিন ধরে কৃষি দপ্তর বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে বণিকমহলের কাছে আবেদন করেছিল। বিশেষ করে এ রাজ্যে বীজ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে না। রাজ্য সরকার নিজে থেকে বীজ গবেষণা কেন্দ্রগুলো চালায়। এবার বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়বে। জিন্দাল গোষ্ঠীর এই ধরনের পদক্ষেপে রাজ্য কৃষিতে আমল পরিবর্তন আসবে আরও বেসরকারি উদ্যোগ হলে।

শালবনি স্টিল প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল বাম আমলে। তারপর থেকে একটুও কাজ এগোয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ওই প্রকল্প স্থগিত করে দেয় জিন্দালরা। কাঁচা মালের অভাব দেখিয়ে প্রকল্প স্থগিত করা হয়।